

কম্বোজার বহু শিক্ষকের পদ শূন্য

৬০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাটাই বিছিয়ে লেখাপড়া

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কম্বোজার ১লা ডিসেম্বর।
জেলা শতকরা ৬০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টুল-টোবলের অভাব এবং বহু সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে জেলার ৫৭টি ইউনিয়নে ৪০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭৬টি সরকারী, ৩২টি বেসরকারী, রেজিস্টার্ড এবং ৩০টি আন রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়।

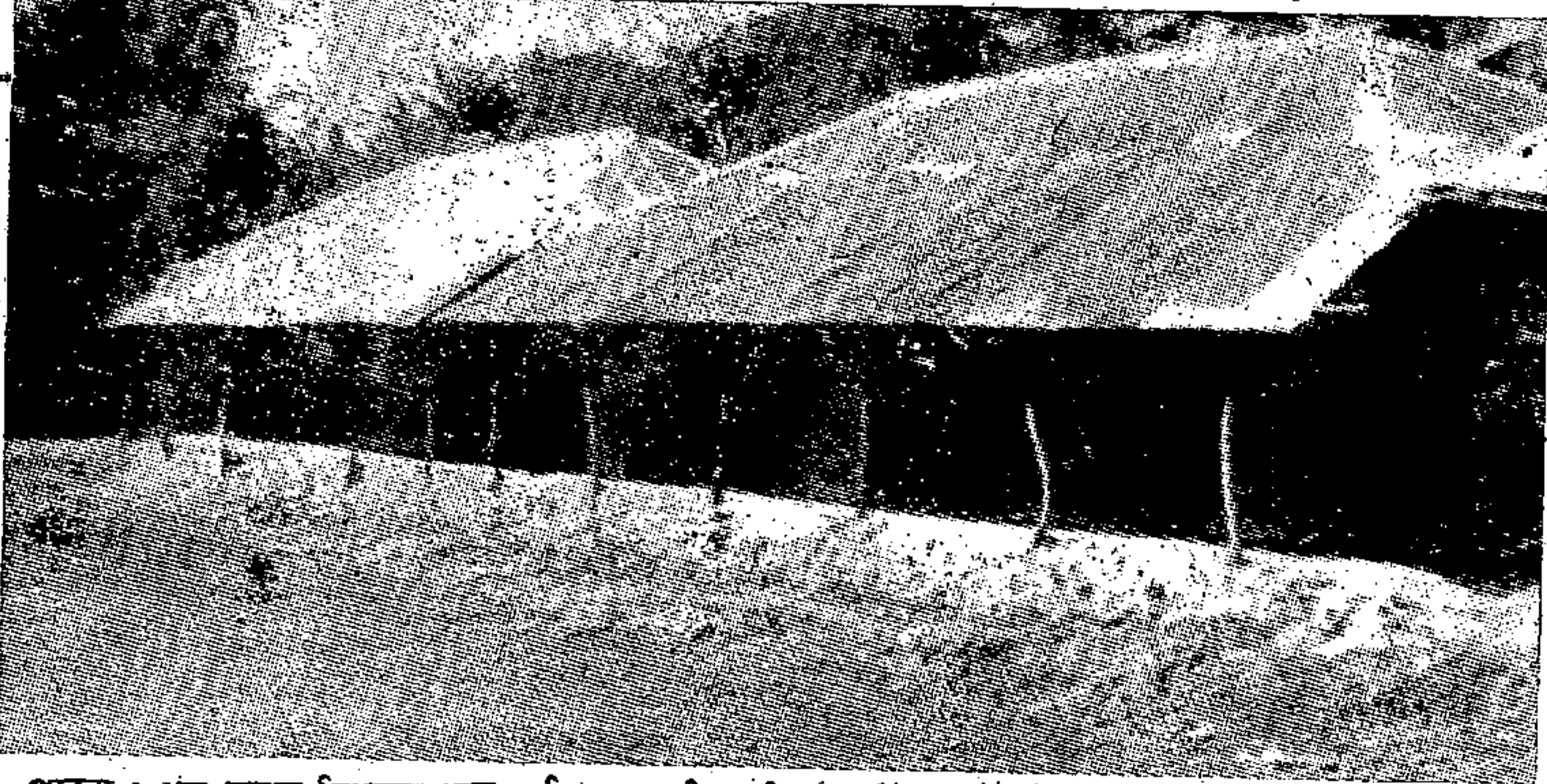
এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১ লাখ ২৭ হাজার ৭৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রী

পড়াশুনা করছে। অথচ বিদ্যালয় সমূহের ৬০ ভাগে প্রয়োজনীয় টুল-টোবল ও স্যাক বোর্ডের মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ফোরে বা মাটিতে চাটাই বিছিয়ে পড়া-লেখা করছে।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ২০টি প্রধান শিক্ষকের পদসহ ৫৫টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। তাছাড়া কুতুবদিয়া ও উখিয়া উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ২টি পদসহ ১৮টি কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে মাত্র ১ জন শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক পরি-সংখ্যানে জানা গেছে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৩২ হাজার। শতকরা প্রায় ৫৫ জন শিশু বর্তমানে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

পরিসংখ্যানে আরো জানা যায় যে প্রথম শ্রেণীতে ৫৩ হাজার শিশু ভর্তি হলেও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করে মাত্র সাড়ে ১২ হাজার শিশু। বাকী শিশুরা অভিভাবকের আর্থিক সংকটে বিদ্যালয় ত্যাগ করে।



পাবনা : গত বন্যায় বিধবস্ত রাজ ধরদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টির মাটির কাজ শেষ হলেও অর্থভাবে অবশিষ্ট কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

—দৈনিক বাংলা